29 APR 2017

চিতলমারীর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিশুদ্ধ খাবার পানির সংকট

প্রদীপ মণ্ডল, চিতলমারী ●

গ্রীষ্মের শুরুতে বাগেরহাটের চিতলমারীতে অধিকাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিশুদ্ধ খাবার পানির তীব্র সংকট দেখা দিয়েছে। ফলে এলাকার হাজার হাজার শিক্ষার্থী বাধ্য হয়ে আর্সেনিক ও দূষণযুক্ত পানি পান করছে। এতে দেখা দিচ্ছে বিভিন্ন পানিবাহিত রোগ। এ ব্যাপারে স্থানীয় এমপি শেখ হেলাল উদ্দিনসহ স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও ভুক্তভোগীরা।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা যায়, উপজেলায় ৪টি কলেজ, ৩০টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ৩০টি মাদ্রাসা, ১০৮ প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে। এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধিকাংশেই বিশুদ্ধ খাবার পানির সুব্যবস্থা নেই। বেশিরভাগ প্রতিষ্ঠানের টিউবয়েল ও ফিল্টার অকেজো হয়ে পড়ে আছে দীর্ঘদিন।

উপজেলা স্বাস্থ্য প্রকৌশল অফিস সূত্র জানায়, চিতলমারীতে ১৭৭টি গভীর ও ১ হাজার ৮৮২টি অগভীর নলকূপ রয়েছে। এর মধ্যে ৮০ শতাংশ নলকূপের পানিতে রয়েছে অতিমাত্রায় আর্সেনিক। এসব নলকূপের পানি পান করার অনুপযোগী হয়ে পড়েছে।

এ ছাড়া ১১০টি রেইন ওয়াটার প্লান্ট এবং ৬ শতাধিক পুকুর ও টিউবয়েলসহ অন্যান্য ফিল্টার স্থাপন করা হলেও এগুলো প্রয়োজনের তুলনায় সামান্য।

চিতলমারী সদর ইউনিয়নের আড়ুয়াবর্নী গ্রামের বাসিন্দা মো. লিয়াকত আলী খান, প্রবীণ আওয়ামী লীগ নেতা মো. কেরামত আলী মোল্লা জানান, বিষয়টি নিয়ে এলাকার জনপ্রতিনিধিসহ সংশ্লিষ্ট স্বাস্থ্য দপ্তরের কর্মকর্তারা মুখে আশ্বাস দিলেও তা কার্যকর হয়নি।

চিতলমারী এসএম মডেল উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক রমেন্দ্র নাথ মল্লিক জানান, তার বিদ্যালয়ে প্রায় ৮৬০ জন শিক্ষার্থী রয়েছে। তাদের জন্য সুপেয় কোনো পানির ব্যবস্থা নেই। ফলে তারা বাধ্য হয়ে অস্বাস্থ্যকর পানি পান করছে। বিষয়টি নিয়ে খুবই সমস্যায় আছেন শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা।

চিতলমারী হাসিনা বেগম মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শৈলেন্দ্র নাথ বাড়ৈ জানান, দুপুরের টিফিন খাওয়ার পানি পর্যন্ত মিলছে না স্কুলে। এ অবস্থায় গরিব পরিবারের ছাত্রীরা যারা বাজারের মিনারেল ওয়াটার কেনার সামর্থ্য নেই তাদের খুব দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে।